সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
রাব্বুল আলামিন (বিশ্ব প্রতিপালক) ১১
জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি ৩০
আল্লাহর নূর ঃ ফোটন-ইলেকট্রন-প্রোটন (পদার্থ) ৪৪
মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্নসীমা ৫৮
সপ্তাকাশ এবং তার সংরক্ষণ ৭২
ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি ও বিজ্ঞানীদের উভয় সংকট ৮৪
বিজ্ঞানের প্রতীমা পূজা ৯২
আল্লাহর আরশ এবং সিদরাতুল মুনতাহা ১০২
উপসংহার ১১৬

বিশ্বপ্রতিপালক ও পরম করুণাময়ের নামে শুরু করছি।

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় মানব প্রচেষ্টায় অর্জিত জ্ঞানের পাশাপাশি আরেক প্রকৃতির জ্ঞানের বাহক অবিরামভাবে কার্যকর ছিলো যাকে বলা হয় আসমানী কিতাব বা অবতীর্ণ গ্রন্থ। প্রথমটি হলো আরোহী জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হলো অবরোহী জ্ঞান। মানবীয় সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য এ দু'প্রকৃতির জ্ঞানের সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। কিন্তু বিশ্বে প্রচলিত অনেক ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত অবতীর্ণ গ্রন্থ আর কোন্‌টি নয় তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমরা তার বিস্তারিত বিবরণে যাবো না, কারণ সেটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং এ বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থের অভাব নেই। তবে ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখতে পাই, সব অবতীর্ণ গ্রন্থের লালন ভূমি হলো প্রাচ্য, ভৌগোলিকভাবে যার বিভাজন রেখা শুরু হয়েছে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপাড় থেকে।

পাশ্চাত্য প্রাচীন গ্রীক-রোমান সভ্যতার সত্য অন্বেষণকারী জ্ঞানীগুণীগণ ধর্মগ্রন্থবিহীন ছিলেন বিধায় তাদের ছিলো আরোহী জ্ঞান এবং অবতীর্ণ গ্রন্থের জ্ঞানের সুযোগ তাদের ছিলো না। প্রাচ্য তথা উর্বর চন্দ্রিকাঞ্চল ঐতিহাসিক ভাবে ছিলো আরোহী জ্ঞান ও অবতীর্ণ গ্রন্থের জ্ঞানের ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষেত্র। কিন্তু এ ভারসাম্যতা বিপন্ন হয় গ্রীক-রোমান সভ্যতার পদচারণায় এবং তার ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয় জ্ঞানও কলুষিত হয়। এটার সঠিক উপমিত বর্ণনা হলো বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দানিয়েলের সপ্তম অধ্যায়।

এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার রাহুমুক্ত ও উর্বর চন্দ্রিকাঞ্চলের (Furtile cresent) পাদবিন্দু আরব ভূখণ্ডে বিশ্বের যাবতীয় অবতীর্ণ গ্রন্থের পরিপূর্ণ রূপ ও নির্যাস হিসেবে অবতীর্ণ হয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। ফলে এটা অবিকৃত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে অক্ষুণ্ন থেকে যায়।

কিন্তু ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার লাভের সাথে সাথে গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান, ভারতীয় বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শন, পারস্য-মিশরীয় ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মীয় মতবাদ আল-কুরআনের মূল আদর্শকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল এবং তার প্রেক্ষিতে ও প্রতিরোধে অভিনব এক জ্ঞানের ভিত্তি বিকশিত হয়, যার নাম ইলমুল কালাম বা কালাম দর্শন। প্রফেসর হ্যারি অষ্ট্রিন উল্ফসনের (Harry Austryn Wolfson)

মতে কালাম দর্শনের ভিত্তি হলো অবতীর্ণ গ্রন্থ বিশেষত আল-কুরআন, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তি হলো মানবীয় দূরকল্পন। ফলে কালাম দর্শন হলো মানবীয় অর্জিত জ্ঞান, বিজ্ঞানের চিন্তাধারাকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় বাণীর আলোকে শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা। ইসলামী কালাম দর্শনের প্রভাবে বিকশিত হয়েছিল ইহুদী কালাম দর্শন ও খিস্টীয় কালাম দর্শন এবং এ দু'টো শাখা ইউরোপীয় সভ্যতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তার মতে কালাম দর্শনের বিস্তার হলো সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন এটা স্পিনোজার (Spinoza) প্রাকৃতিক দর্শনের প্রভাবে এবং দুর্বল ইহুদী-খ্রিস্টীয় কালাম দর্শনের ব্যর্থতার কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে স্থানচ্যুত হয়। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার চৈতন্যবোধে স্পিনোজা উত্তর চিন্তা চেতনায় নাস্তিকতার পথ উন্মুক্ত হয় যা বর্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনে স্থায়ী আসন পেতে বসেছে। স্পিনোজার দর্শনে বিশ্বাসী আইনস্টাইন ও নিল্‌স্ বোর আধুনিক বিজ্ঞানের দুই ভিন্নধর্মী তত্ত্ব- আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছেন। এ দু'টোই যৌক্তিকভাবে অসংগতিপূর্ণ। আমরা প্রকৃত কালাম দর্শনের কিছু দিক উজ্জীবিত করে দেখব বিশ্বের সার্বিক জ্ঞানের জন্য কিভাবে সঠিক পথ লাভ করা যেতে পারে। আপেক্ষিক ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিপরীতে যারা চিরায়ত বিজ্ঞানে প্রত্যাবর্তন করতে চান আমরা দেখব সেই নিউটনীয় বিজ্ঞানেও বিভ্রান্তির জটিলতা মানব জ্ঞানকে কেমন ভৌতিক করে তুলেছে।

কেবল মানব প্রচেষ্টায় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দর্শন যে পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা যৌক্তিকভাবে প্রদর্শন করেছেন ইমাম গাযযালী তার তাহাফাতুল ফালাসিফাহ গ্রন্থে এবং এরপরই তিনি প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় রচনা করেছিলেন 'ইয়াহ-উলুম আদ-দীন'। কিন্তু বিগত প্রায় হাজার বছরে ধর্মীয় জ্ঞানের তেমন মৌলিক গবেষণা হয়নি। বলা চলে ইসলামী জ্ঞান স্থবির হয়েছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ড. মুহাম্মদ ইকবাল ইসলামী জ্ঞানের পুনর্গঠনের আহ্বান জানালেন তাঁর– The reconstruction of the religious thought of Islam গ্রন্থে। কিন্তু উপনিবেশীয় যুগে দুর্বল চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত ফিরে গেলেন জাভেদ-নামায় এবং ইসলামী প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধিতে ব্যর্থ হলেন এবং প্রকারান্তরে ইসলামী জ্ঞানকে অবমূল্যায়ন করলেন। বস্তুত পশ্চিমা দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি প্রাচ্যের অধিকাংশ শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণীদের মানসিক প্রবণতা হলো একনিষ্ঠ স্তুতিবাক্যের সমাহার। এসব স্তুতিবাক্যের সমাহারে জমা হয়ে আছে মিথ্যে তত্ত্বের পাহাড়। একটি দাঁড়ির মাথায় কতগুলো